যায়যায়দিন

তারিখ 03 FEB 2008
পৃষ্ঠা ৩

কেমন আছে আরজ মাতুব্বরের স্মৃতিধ
শত বছরের বিএম কলেজ লাইব্রেরি

পন খন্দকার বরিশাল অফিস

র্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর যে াইব্রেরিতে বসে 'সত্যের সন্ধানে'র জ্ঞান াহরণ করেছিলেন সেই লাইব্রেরি এখন না সঙ্কটে হাবুডুবু খাচ্ছে। গত ১০ ছরে লাইব্রেরিতে পাঠক, গবেষক ও ক্ষার্থীর আগমনের সংখ্যা কমে গেছে াপক হারে। চাহিদা অনুযায়ী াইব্রেরিতে বই পাওয়া যায় না। নেই য়োজনীয় লোকবল। ভবন পুরনো ও াতস্যাতে হয়ে যাওয়ায় শিক্ষার্থীরা ন সেখানে যেতেই চায় না। এতো ঙ্কটের মধ্যেও টিকে আছে সরকারি গমোহন (বিএম) কলেজের শতবর্ষী াইব্রেরিটি। কলেজের শিক্ষকরা বলেন, না কারণে লাইব্রেরির চরিত্র এখন ষ্টে যাচ্ছে।

াইব্রেরিতে বর্তমানে বইয়ের সংখ্যা প্রায় হাজার। এর সিংহ ভাগ বই াডেমিক। লাইব্রেরিতে নেই য়াজনীয় লোকবল। কলেজের ক্রীড়া ক্ষক দায়িত্ব পালন করছেন সহকারী াইব্রেরিয়ানের। এমএলএসএস পদের ীরা লাইব্রেরির বিভিন্ন দায়িত্ব পালন াচ্ছেন। অবসরকালীন ছুটিতে যাওয়া ীদের দিয়েও এ দায়িত্ব চালিয়ে নেয়া ছ। লাইব্রেরিতে যেসব বই রয়েছে -ও শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণ করতে রছে না। শিক্ষার্থীরা জানায়, লাইব্রেরির গুলো পুরনো।

কারী লাইব্রেরিয়ানের দায়িত্বে থাকা লজের ক্রীড়া শিক্ষক মোঃ আফিল ন বই সঙ্কটের কথা স্বীকার করে লাইব্রেরির বইয়ের চাহিদা কখনো নেয়া হয় না। ২০০৬-০৭ সালে কলেজে আড়াই লাখ টাকার বই কেনা হলেও আমাদের কাছ থেকে কোনো চাহিদা বা পরামর্শ নেয়া হয়নি। লাইব্রেরি সূত্রে জানা যায়, কলেজের প্রায় ২০ হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে লাইব্রেরির কার্ডধারী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। প্রতিদিন লাইব্রেরিতে বই ইস্যুর চাহিদা থাকে প্রায় ২০০। অথচ এর অর্ধেকও ইস্যু করা যায় না। লাইব্রেরির এক পুরনো কর্মী জানান, ১৩ বছর আগেও লাইব্রেরিতে নিয়মিত ২০০-২৫০ ছাত্রছাত্রী আসতো। গবেষণার কাজে লাইব্রেরিতে আসতো প্রতিদিন ১০-১৫ জন। এখন গবেষণার কাজে ছাত্রছাত্রী আসে দু-তিনজন। কোনো শিক্ষককে এখন আর গবেষণার কাজে লাইব্রেরিতে আসতে দেখা যায় না।

ইসলামের ইতিহাস বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র মঈন উদ্দিন জানান, লাইব্রেরিতে ক্লাসের বই নেই। যা আছে তা পুরনো সিলেবাসের। বই নিলেও কোনো কাজে আসে না। নোট করতে সহায়ক হয় বিভিন্ন লেখকের এমন বই লাইব্রেরির পাঠ কক্ষে রাখা হয় না। সমাজকল্যাণের ছাত্র সিদ্ধার্থ মণ্ডল জানান, চার বছর ধরেই লাইব্রেরিতে আসছি। কিন্তু আমাদের ইয়ারের কোনো বই পাই না। বই না পেয়ে পত্রিকা পড়ে চলে যাই। একই বিভাগের প্রথম বর্ষের এক ছাত্র বলেন, শুধু ক্লাসের বই নয়, সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বড় বড় মনীষীর জীবন কাহিনী ভিত্তিক বইয়েরও সঙ্কট

প্রতিষ্ঠাতা অশ্বিনী কুমার দত্তের খুজলেও পাওয়া যায় না। দা সহকারী লাইব্রেরিয়ান জানান, দত্তের ওপর মাত্র দুটি বই এছাড়া বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই রয়েছে। এগুলো পড়তে প্রিন্সিপালের অনুমতি নিতে হয়। কলেজের এক সময়ের ছাত্র প্রিন্সিপাল প্রফেসর ড. সিরাজ আহমেদ লাইব্রেরির নানা সঙ্কট বলেন, কলেজের লাইব্রেরি তা হারিয়েছে। এর কারণ অনেক। এ বিএম কলেজে ইন্টারমিডিয়েট (পাস) কোর্স চালু ছিল। এখন সে সময় লাইব্রেরিতে ছাত্রছাত্রীদের ছিল ভিন্ন। এখন অনার্স ও কোর্সের জন্য ন্যাশনাল ইউনিব বিধি পূরণ করতে গিয়ে ডিপার্টমেন্ট বই দিয়ে সমৃদ্ধ হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরা প্রয়োজনীয় বই থেকেই সংগ্রহ করতে পারছে তার ছাত্র জীবনে বিএম লাইব্রেরির ঐতিহ্যের কথা স্মর বলেন, এ লাইব্রেরিটি ছিল বেশ দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বরে নিয়মিত এ লাইব্রেরিতে বসেই করতে দেখেছেন। তাছাড়া সে লাইব্রেরিয়ান ছিলেন একজন শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তা। ১৯ সাল পর্যন্ত তেমন কর্মকর্তারাই লাইব্রেরিয়ান। প্রিন্সিপাল লাই লোকবলের সঙ্কট থাকার কথা